যুগান্তর

তারিখ ... 7 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

পিলখানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বলিবার অপেক্ষা রাখে না, বিডিআর সদর দফতরে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পর পিলখানার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিবে। ঐখানকার বাসিন্দারা যেইভাবে সন্ত্রস্ত ও শোকাভিভূত হইয়াছে, উহা কাটাইয়া উঠা সহজ নহে। সহসা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও আশা করা যায় না। বিডিআর বিদ্রোহের দুই দিন বৃষ্টিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ এখনও গোটা এলাকায় ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। সামান্য অসাবধানতায় বিপদাপন্ন হইতে পারে যে কেহই। ঐ ঘটনার নানা মাত্রিক তদন্ত চলিতেছে— উহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সম্ভবত আদালত সংরক্ষণের প্রতিও নজর দিতে হইতেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়া বিডিআর বাহিনীতেও পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে আরও কিছু দিন সময় লাগিবে। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনায় পিলখানাকে যে সহসাই আগের অবস্থায় ফিরাইয়া লওয়া যাইবে না, উহা বোধগম্য। কিন্তু বিডিআর সদর দফতরের অভ্যন্তরে অবস্থিত চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর পড়াশোনার বিষয়টি ভাবিতে হইবে গুরুত্বের সহিত। বিশেষ করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ স্কুল এন্ড কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কথা ভুলিলে চলিবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে যদিও তাহাদের পরীক্ষা বিশেষভাবে লওয়ার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, পড়াশোনা অব্যাহত রাখিবার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিলে শুরু হইবে এইচএসসি পরীক্ষা। স্কুলপর্যায়ের পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও সাময়িক পরীক্ষাও রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অনেকেই চাহিতেছেন, মাথা গুঁজিবার স্থান স্বাচ্ছন্দ্যময় না হইলেও বই-খাতার সহিত সন্তানের সংযোগ থাকুক। পিলখানার ফটকে উদ্বিগ্ন জনতার ভিড়ে এমন অভিভাবক বিরল নহে। শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়া যাইতে আগ্রহী শিক্ষকদেরও দেখা মিলিতেছে সেইখানে। প্রয়োজনীয় বই-খাতা সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া যায় কিনা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। যেই সকল প্রতিষ্ঠানে কেবল দিবাভাগে শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকে, সেইখানে অস্থায়ীভিত্তিতে পিলখানার চার স্কুল-কলেজের নৈশকালীন কার্যক্রম শুরু হইতে পারে। বিডিআর সদর দফতর স্বাভাবিক হইবার পর ফের স্থানান্তর করা যাইবে। বেতনের টাকায় সংসার চলে— চার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইরূপ শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা কম থাকিবার কথা নহে। মাসের শেষ সপ্তাহে কর্মস্থলে গোলযোগের পর তাহারা বেতন-ভাতা পাইয়াছেন কিনা খোঁজ করিয়া দেখা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা। পিলখানা ঘটনায় আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্ট গভীর ক্ষত সৃষ্টি সহজে পূরণ না হইলেও সেইখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখা ঠিক হইবে না। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।